জনকণ্ঠ

তারিখ ... [illegible] ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

পুলিশের সহায়তায় ঢাকা ভার্সিটিকে মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত করেছে ছাত্রদল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ছাত্রদলের বোমা আর অস্ত্রের ঝনঝনানিতে আক্রান্ত এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সারাদেশে গণরোষের শিকার হয়েও বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে কোন মূল্যে দখলে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষসহ পুলিশের সহায়তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible]

অস্ত্র, বোমা নিয়ে মিছিল সমাবেশ করছে। [illegible] ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে না থাকলেও তারা গুলিসহ পর এক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। অস্ত্র, বো[illegible] লাঠিসোটা নিয়ে ক্যাম্পাস দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পয়েন্টে বসিয়েছে পাহারা। এসব পয়েন্টে ক্যাডাররা পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে। [illegible]

পুলিশের সহায়তায়

(প্রথম পাতার পর)

রেস্টুরেন্টে পরিনত করেছে।

আগের দিনের মতো রবিবার সকালেও অস্ত্রসজ্জিত ছাত্রদলের বহিরাগত ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। অবস্থান সুসংহত করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বিগত সময়ে রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত অস্ত্র চালনায় পারদর্শী নেতাকর্মী আর ক্যাডারদের দ্বারস্থ হয়েছে ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারা। সংগঠনের কথা চিন্তা করে তারা আবার মাঠে নেমে পড়েছে। যার বহির্প্রকাশ হিসাবে গত দু'দিনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রায় ২০টি বোমা বিস্ফোরণ এবং শটগান, পিস্তল ও রিভলবারের ১৫/২০ রাউন্ড গুলি ফোটানো হয়েছে।

এদিকে আগের দিন ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের রবিবার আর ক্যাম্পাসে আসতে দেখা যায়নি। হল থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বের করে দেয়া না হলেও অবস্থা বেগতিক দেখে তারা চলে গেছে। নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈদের ছুটি বাড়ানো হয়েছে। এ অবস্থায় ফাঁকা ক্যাম্পাসে ছাত্রদল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদল প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও তারা বহাল তবিয়তে আছে। ছাত্র রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র মধুর ক্যান্টিনকে তারা রেস্টুরেন্টে পরিণত করেছে। এখানে প্রতিদিন দুপুরে ক্যাডারদের জন্য রান্না করা হচ্ছে। পাহারা দিয়ে এসে ক্যাডাররা পালাক্রমে খাবার সেরে নিচ্ছে। রবিবার দুপুরে ক্যাডাররা যখন খেতে বসে, ঠিক সেই সময় আওয়ামী যুবলীগের একটি মিছিল শাহবাগ দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। খাওয়া বাদ দিয়েই ক্যাডাররা অস্ত্র, লাঠি দিয়ে তাদের ধাওয়া করে। এ সময় তাদের লক্ষ্য করে ছাত্রদল ক্যাডাররা ৬/৭ রাউন্ড গুলি এবং বেশ কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। গুলি আর বোমার শব্দে ক্যাম্পাস এলাকা কেঁপে ওঠে। অন্যদিকে মধুর ক্যান্টিনের গোলাঘর দু'টিকে ছাত্রদল তাদের বোমা, অস্ত্র আর লাঠি, রড, লোহার পাইপ রাখার স্থান হিসাবে ব্যবহার করছে। প্রতিপক্ষ আসার খবর পেলেই তারা সেখান থেকে লাঠি, রড বের করে প্রস্তুত